দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 3 1 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ... ৪ ...

ছাত্রী–উপবৃত্তি প্রকল্প

নারী শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় ইনসেটিভ হিসেবে বিগত সরকার ছাত্রী–উপবৃত্তি প্রথা দেশব্যাপী চালু করেছিলেন। বর্তমান সরকারও সে কার্যক্রম সচল রেখেছেন। এটা নিঃসন্দেহে একটি ভাল পদক্ষেপ।

প্রচলিত নিয়মে ছাত্রী–উপবৃত্তি প্রাপ্তির প্রধান দু'টি শর্ত হচ্ছে–কর্মদিবসে ৭৫% উপস্থিতি এবং প্রতি পরীক্ষাতে প্রতি পেপারে ৪৫% নম্বর প্রাপ্তি। এই নিয়মে এটা স্পষ্ট যে, নিয়মিত উপস্থিতির মাধ্যমে সুশিক্ষা লাভে সহায়তা বা উদ্বুদ্ধ করাই উপবৃত্তি প্রদানের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অধিকাংশ বিদ্যালয় অভ্যন্তরে শিক্ষক ও ছাত্রীদের যুগপৎ আর্থিক স্বার্থে একটি সাধু ও মহৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টির বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

কোন ছাত্রীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ৭৫%–এর নিচে এবং পরীক্ষায় প্রতি পেপারে প্রাপ্ত নম্বর ৪৫% এর নিচে থাকলেও প্রয়োজনীয় নম্বর ও পারসেনটেজ যুক্ত করে শিক্ষকগণ সে ঘাটতি নিয়মিতভাবে পূরণ করে দিয়ে থাকেন। ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রাপ্তি এবং একই সাথে শিক্ষকগণের বেতন–ভর্তুকি প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যই শিক্ষকগণ এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কেননা নির্দিষ্ট নম্বর ও পারসেনটেজের অভাবে ছাত্রীরা উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা হারালে, ঐ সমস্ত ছাত্রীদের বেতন বাবদ প্রদেয় সরকারি ভর্তুকি থেকে শিক্ষকগণ বঞ্চিত হয়ে থাকেন। তাই ছাত্রী ও শিক্ষক উভয়ের যৌথ আর্থিক স্বার্থেই বিদ্যালয়ে আসুক বা না আসুক, নম্বর পাক বা না পাক শিক্ষকগণকে ৭৫% উপস্থিতি এবং ৪৫% নম্বর প্রাপ্তি বাধ্য হয়েই দেখাতে হয়। ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে। অথচ সরকারকে জাতীয় অর্থের একটা মোটা অংশ প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকি বাবদ এবং ছাত্রীদের উপবৃত্তি বাবদ খরচ করে যেতে হচ্ছে।

এমতাবস্থায় জাতীয় স্বার্থে আমাদের প্রস্তাব হলো ঃ (১) নিম্ন–মাধ্যমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক করা হোক এবং বেতন–ভর্তুকি বাবদ মোট অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এককালীন বা ২/৩ কিস্তিতে দেয়া হোক। অথবা (২) ভর্তিকৃত ছাত্রীদের সংখ্যানুযায়ী বেতন–ভর্তুকির মোট অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে গড় নম্বর ৪০% এবং উপস্থিতি ৭০% না হলে কোন ছাত্রী উপবৃত্তি পাবে না–এ ব্যবস্থার প্রচলন করা হোক। তবে এক্ষেত্রে ছাত্রীদের নির্দিষ্ট নম্বর প্রাপ্তি ও উপস্থিতির সাথে শিক্ষকগণের বেতন–ভর্তুকি প্রাপ্তির কোন সম্পৃক্ততা থাকবে না এই ধারাটির সংযোগ হওয়া জরুরি।

ছাত্রী–উপবৃত্তি ও বেতন–ভর্তুকি ব্যবস্থা বজায় রেখে নারী শিক্ষার কথিত অগ্রগতি সাধনকল্পে উপরোক্ত প্রস্তাব ২টি ভেবে দেখার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অধ্যক্ষ এম আবদুর রাজ্জাক
বাঁকড়া ডিগ্রি কলেজ
বাঁকড়া বাজার (ঝিকরগাছা) যশোর।